অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব:

রূতের বিবরণ

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229

Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : রূত

ভূমিকা

লেখক ও নামকরণ

কিতাবটির নামকরণ করা হয়েছে এর মূল চরিত্র রূতের নামে। রূত ছিলেন একজন মোয়াবীয় নারী, যার সাথে বেথলেহেমীয় বোয়সের বিয়ে হয়। তিনি বাদশাহ্‌ দাউদের একজন বংশমাতা হয়ে ছিলেন (৪:১৭, ২২) এবং এভাবেই তিনি হয়ে ওঠেন ঈসা মসীহেরও বংশমাতা (মথি ১:১, ৫-৬)। রূত কিতাবের লেখকের নাম কিতাবুল মোকাদ্দসের কোথাও পাওয়া যায় না। রব্বিদের প্রচলিত ধারণা অনুসারে (ব্যাবিলনীয় তালমুদ, *বাবা বাথরা* ১৪ক-১৫খ), নবী শামুয়েল এই কিতাবের লেখক। তবে তা হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, যেহেতু দাউদ একজন বাদশাহ্‌ হয়ে ওঠার আগেই শামুয়েল মৃত্যুবরণ করেন। তাছাড়া রূত ৪:১৭-২২ আয়াত থেকে দেখা যায় যে, কিতাবটি যখন রচনা করা হয় সে সময় দাউদ বাদশাহ্‌ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

সময়কাল

বাদশাহ্‌ দাউদ (৪:১৭) এবং তাঁর বংশতালিকার (৪:১৮-২২) উল্লেখ করার কারণে বোঝা যায় যে, ১০১০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দাউদ সিংহাসনে উপনীত হওয়ার পর (২ শামুলে ২ অধ্যায়) এই কিতাবটি রচনা করা হয়। একটি ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে “আগেকার দিনে ইসরাইলে” কথাটি (রূত ৪:৭) উল্লেখ করায় বোঝা যায় যে, কিতাবের কাহিনীর সময়কাল এবং কিতাবটি রচনার সময়কাল এক নয়। বস্তুত কিতাবটির কাহিনীর সময়কাল হচ্ছে, “যখন কাজীগণ কর্তৃত্ব করতেন” (১:১)। এই কারণে ১০১০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পরে যে কোন সময়ে যথোপযুক্ত মৌখিক বিবরণ বা কোন লিখিত উপকরণকে ঐতিহাসিক উৎস হিসেবে সাহায্য নিয়ে এই কিতাবটি লেখা হতে পারে।

বিষয়বস্তু

এই কিতাবটি দেখায় কীভাবে আল্লাহ্‌র লোকেরা তাঁর সার্বভৌমত্ব, প্রজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞাত দয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করে। এগুলো অনেক সময় কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদের সামনে এসে দেখা দেয় এবং অন্যদের প্রতি দয়া দেখানোর মধ্য দিয়ে তা পাওয়া যায়।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ এবং পটভূমি

রূত কিতাবটি সমগ্র ইসরাইল জাতিকে উদ্দেশ্য করে রচনা করা হয়েছে বলে যদি ধরে নেওয়া হয় (৪:৭, ১১), তাহলে বলতে হবে যে, ৯৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দুটি জাতিতে বিভক্ত হয়ে যাওয়া (১ বাদশাহ্‌ ১২:১-২০ দেখুন) ইসরাইলের ১২ বংশকে ঐক্যবদ্ধ করতেই এই কিতাবের অবতারণা। কিতাবের কাহিনীর সময়কাল কাজীগণের যুগ (মহা বিজয় লাভের পর এবং ১০৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগে), সংযুক্ত একটি রাজ্যের উপরে কোন বাদশাহ্‌ রাজত্ব শুরু করার আগে। কিতাবটিতে বাদশাহ্‌ দাউদের আনুষ্ঠানিক বংশবৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যিনি এ ধরনের একজন বাদশাহ্‌ হয়ে উঠেছিলেন।

উপাদান

কাজীগণের যুগে একটি দুর্ভিক্ষের কারণে ইলীমেলক, নয়মী এবং তাদের পুত্র সন্তানেরা ইসরাইল দেশ ছেড়ে মোয়াবে বসবাস করতে যান। নয়মীর স্বামী ইলীমেলক সেখানেই মারা যান। তাঁর দুই পুত্র মহলোন ও কিলিয়োন দুই মোয়াবীয় নারী রূত ও অর্পাকে বিয়ে করে। এর দশ বছর পর তাঁর দুই পুত্র কোন সন্তান না রেখে মারা যায়। নয়মী পতিহীন ও উভয় পুত্রবিহীন হয়ে একাই রয়ে যান (১:১-৫)। ইসরাইল দেশে দুর্ভিক্ষ শেষ হয়েছে এ কথা জানতে পেরে নয়মী বেথেলহেমে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। এতে অর্পা তার নিজ দেশে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু রূত নয়মীর সঙ্গ নেওয়ার পক্ষপাতী হয় (১:৬-২২)। শস্য কর্তনের সময়ে রূত একটি ক্ষেত্রে শস্যের শীষ কুড়াতে যায়, ঘটনাচক্রে যা ছিল ইলীমেলকেরই এক আত্মীয় বোয়সের শস্য ক্ষেত (২:১-২৩)। নয়মী জানতে পারলেন যে, বোয়স তাঁদের একজন মুক্তিকর্তা জ্ঞাতি। নয়মীর সাহসী পরিকল্পনা অনুসরণ করে এক মধ্যরাতে শস্য মাড়াইয়ের স্থানে রূত বোয়সকে একজন মুক্তিকর্তা জ্ঞাতি হিসেবে তাঁকে বিয়ে করতে অনুরোধ করেন (৩:১-১৮)। আরও নিকট সম্পর্কের একজন মুক্তিকর্তা জ্ঞাতি রূতকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানালে পর বোয়স মৃত ইলীমেলকের সমস্ত সম্পত্তি মুক্ত করেন এবং রূতকে বিয়ে করেন (৪:১-১২)। ওবেদ নামে তাঁদের একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়, যিনি পরবর্তীতে বাদশাহ্‌ দাউদের পিতামহ হন (৪:১৩-২২)।

কিতাবটিকে রূতের কথা নয়মী ও বোয়সের তুলনায় কমই দেখা যায়। উপরন্তু নয়মী ও বোয়সের কার্যক্রমের উপরে কেন্দ্র করেই কিতাবটির কাহিনী এগিয়ে গেছে। নয়মীর প্রতি রূত তাঁর সারা জীবনের প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করেছিলেন, "কেবল মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই যদি আমাকে ও তোমাকে পৃথক করতে পারে, তবে মাবুদ আমাকে অমুক ও তার চেয়েও বেশি দণ্ড দিন" (১:১৭), যে কারণে তিনি নয়মীর সাথে মোয়াব থেকে এহুদায় এসেছিলেন। তিনি নয়মীর ভরণ পোষণের ভারও নিয়েছিলেন ("আমি ক্ষেতে গিয়ে ... শীষ কুড়াই," ২:২), যার কারণে রূত বেথেলহেম থেকে বোয়সের শস্য ক্ষেতে এসে উপস্থিত হন। তিনি বোয়সকে আহ্বান করেন "আপনার এই বাঁদীর উপরে আপনি আপনার পাখা মেলে ধরুন" (৩:৯), যার ফলে রূত তাঁর সন্তানহীন বিধবার জীবন থেকে বৈবাহিক জীবনে উপনীত হন এবং গর্ভে সন্তান ধারণ করেন (৪:১৩)।

মূল বিষয়বস্তু:

১. দয়া: রূত নয়মীর প্রতি দয়া দেখিয়েছিলেন (হিব্রু *হেসেদ*, ৩:১০ আয়াতের নোট দেখুন), বিশেষ করে শাশুড়ির সেবা করার জন্য তাঁর নিজ দেশ ও পরিবার ত্যাগ করার মধ্য দিয়ে (১:১৬-১৭; ২:১১, ১৮, ২৩), কারণ তিনি নয়মীকে ভালবেসেছিলেন (৪:১৫)। এরপর বোয়স রূতকে স্বাগতম জানানোর মধ্য দিয়ে (২:২০ আয়াতের নোট দেখুন), একজন মুক্তিকর্তা জ্ঞাতি হিসেবে ভূমিকা পালন করে (৪:৯-১০) এবং রূতকে বিয়ে করে (৪:১৩) তাঁর দয়া দেখিয়েছেন। মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর লোকদের প্রতি যে দয়া দেখিয়েছেন তা এখানে মানবীয় দয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে (আরও দেখুন হিজ ১৫:১৩; দ্বি.বি. ৭:৮-৯; জবুর ১০৩:৭৪; ১০৬:৭, ১০; ১৩৬:১০-১৫)।

২. মুক্তি: দয়ার উপরে মুক্তি নির্ভর করে। এই মুক্তিই গল্পটির কেন্দ্র বিন্দু (২:২০)। "মুক্ত করা" (হিব্রু *গা'য়াল*), "মুক্তিকর্তা" (হিব্রু *গো'য়েল*) এবং "মুক্তি" (হিব্রু *গে'উল্লাহ্*) শব্দগুলো এই কিতাবে মোট ২৩ বার দেখা যায়। রূত কিতাবে একটি মাত্র কাজের মধ্য দিয়ে দুটি আইন সঙ্গত প্রথা পালনের নিদর্শন দেখা যায়, যা মূসার শরীয়ত অনুসারে বাধ্যতামূলক নয়। এই দুটো প্রথা হচ্ছে একজন নিকট আত্মীয়ের দ্বারা সম্পত্তি মুক্ত করা এবং সম্পত্তি রক্ষার্থে বিয়ে করা। একজন নিকট আত্মীয়ের দ্বারা সম্পত্তি মুক্ত করার অর্থ হচ্ছে পরিবারের বাইরের কারও হাতে সেই সম্পত্তি যেন চলে না যায় তার ব্যবস্থা করা (লেবীয় ২৫:২৩-২৫ দেখুন)। সম্পত্তি রক্ষার্থে বিয়ে করার অর্থ হচ্ছে (ল্যাটিন *লেভির*, অর্থাৎ 'স্বামীর ভাই') একজন নিঃসন্তান বিধবাকে তার স্বামীর ভাই বিয়ে করবে, যেন সে তার মৃত ভাইয়ের বংশ রক্ষা করতে পারে এবং একজন উত্তরাধিকারী তৈরি করতে পারে (দ্বি.বি ২৫:৫-৬; এ প্রসঙ্গে মথি ২২:২৪ আয়াতের নোট দেখুন)। এই আইনগুলোর প্রেক্ষিতে তুলনা করলে রূত কিতাবে আমরা বেশ কিছু বিষয়ে বৈপরীত্য লক্ষ্য করতে পারি। বোয়স ছিলেন একজন কাছের আত্মীয় (কিন্তু সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ নন), যিনি নয়মীর স্বামীর সম্পত্তি উদ্ধার করলেন (রূত ৪:৯), রূতকে বিয়ে করলেন (৪:১৩ -১৭), এবং ওবেদের পিতা হলেন (৪:১৩,১৭)। এই ওবেদই পরবর্তীতে মৃত বোয়সের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

সম্পত্তি উদ্ধারের পর্বটি সম্পন্ন হলে পর রূত ও নয়মীর ভাগ্য আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল (৪:১৩-১৭)। বেশ কিছু বৈপরীত্যমূলক বিষয় উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে এই পরিবর্তনটিকে আরও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে: জীবিত/মৃত (১:৮; ২:২০); বিশ্রাম অনুসন্ধান করা/বিশ্রাম খুঁজে পাওয়া (১:৯; ৩:১); মধুর/তিক্ত (১:২০); পূর্ণ/শূন্য (১:২১; ৩:১৭; এ প্রসঙ্গে ৪:১৫ আয়াতের নোট দেখুন); প্রথম/শেষ দয়া (৩:১০)। এই কিতাবের ক্রান্তিণগ্ন হচ্ছে বোয়সের মুক্তিদানকারী কাজ (৪:৯-১০), যার ফলে রূতের উপরে অনুগ্রহ বর্ষিত হল (রূতের বিয়ে হল, তিনি গর্ভধারণ করলেন এবং সন্তানের জন্ম দিলেন; ৪:১৩) এবং নয়মীর উপরেও অনুগ্রহ বর্ষিত হল (তিনি তাঁর শেষ বয়সে সুখ শান্তি ফিরে পেলেন; ৪:১৪-১৫)। এই মুক্তি দানের কাজের কারণে সেই সমাজের লোকদের উপরেও অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছিল (৪:১১-১২) এবং বোয়স ও রূতের বংশধর দাউদের মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতি অনুগ্রহ লাভ করেছিল (৪:১৪,১৭)।

নাজাতের ইতিহাসের সার সংক্ষেপ

একাধারে একজন পরজাতীয় এবং সেই সাথে বাদশাহ্ দাউদের পূর্বসূরী হিসেবে (৪:১৭,২২) রূত ছিলেন সেই সার্বজনীন অনুগ্রহের অগ্রদূত, যা মসীহের উদ্ধারকারী কাজের পথ প্রস্তুত করেছিল। পুরাতন নিয়মের বহু ভবিষ্যদ্বাণীতেই এক নতুন দাউদের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে (যেমন ইয়ার ৩৩:১৫, ১৭; ইহি ৩৭:২৪; হোসিয়া ৩:৫; জাকা ১২:৭-১০) যিনি সমগ্র ইসরাইল জাতি এবং সেই সাথে পরজাতীয়দের মধ্যে যারা তাঁর অপরিসীম ভালবাসা গ্রহণ করে তাঁর জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে তাদের উপরে রাজত্ব করবেন (এ প্রসঙ্গে দেখুন ইশা ৫৫:৩-৫; আমোস ৯:১১-১২)। এই প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছে দাউদের "পুত্র" ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে (এ প্রসঙ্গে দেখুন মথি ১:১-৬; লূক ৩:৩১-৩৩; প্রেরিত ১৩:২৩; রোমীয় ১:৩-৫)। এই "সুসমাচার" ইব্রাহিমের কাছে বহু আগেই প্রচারিত হয়েছিল (পয়দা ১২:৩; রোমীয় ১৫:৮-১২; গালা ৩:৮) যে, সমগ্র জাতি তাঁর মধ্য দিয়ে দোয়া ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে (রোমীয় ৪:৯-১২; গালা ৩:৭-৯,

১৪)। মসীহের মধ্য দিয়ে দাউদের সিংহাসন চিরকালের জন্য পুনঃস্থাপিত হবে (প্রেরিত ১৫:১৬; প্রকা ৩:৭; ৫:৫; ২২:১৬)। মসীহের রাজত্ব সার্বজনীন (মথি ২৮:১৮-২০; রোমীয় ১:৫; ১৫:৮-১২)। তাঁর মধ্য দিয়ে সকল জাতির লোক উদ্ধার পাবে। কেউ আর তখন বিদেশী বা পরজাতীয় থাকবে না, কারণ প্রত্যেকে তখন আল্লাহ্‌র গৃহের নাগরিক হয়ে উঠবে (ইফি ২:১১-২২)। ("নাজাতের ইতিহাস" এর ব্যাখ্যা জানতে হলে কিতাবুল মোকাদ্দসের পর্যালোচনা দেখুন। সেই সাথে দেখুন পুরাতন নিয়মের নাজাতের ইতিহাস: মসীহের জন্য পথ প্রস্তুতকরণ।)

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

ছোট গল্পের আদলে রচিত রূত কিতাবটি সত্যিকার অর্থে এক অনবদ্য সাহিত্যকর্ম। কিতাবটিতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে বহু উপকরণের সমাবেশ ঘটেছে, তথাপি পড়ুয়া নয় এমন যে কোন ব্যক্তিকেও কিতাবটির রচনাশৈলী আকর্ষণ করবে। রূত কিতাবটি কিতাবুল মোকাদ্দসে এক অনবদ্য প্রেমের কাহিনী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কিতাবুল মোকাদ্দস হাতে গোণা মাত্র কয়েকটি কিতাবই নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু রূত কিতাবের কাহিনীতে একজন নারীই যে শুধু মূল চরিত্র তা নয়, বরং সেই সাথে এই গল্পের যে প্রেক্ষাপট তা দুজন নারীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। কিতাবটির রচয়িতা নারীর অধিকার, স্বাধীনতা, মূল্যবোধ ও অনুভূতির উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নিঃসন্দেহে বোয়সও একজন উদ্ধারকর্তা জ্ঞাতি হিসেবে তাঁর ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, যিনি প্রচ্ছন্নভাবে মাবুদের দয়া ও রহমতের প্রতীক প্রকাশ করেছেন। এই কিতাবটিকে একাধারে গুণমণ্ডিত নারীত্ব ও কর্তৃত্বপূর্ণ পৌরুষ প্রকাশিত হয়েছে।

কিতাবটির সার্বিক ধরন হচ্ছে গদ্য বা আখ্যানসূচক। কিন্তু এখানে আরও বেশি কিছু ধরনের আভাস প্রকাশ পায়। রূত কিতাব একটি প্রেমের আখ্যান। সেই সাথে এটি একটি পারিবারিক সুখ-দুঃখ ও টানাপোড়েনের কাহিনীচিত্র। কাহিনী থেকে আমরা বুঝতে পারি রূত কিতাবে গ্রামীণ জীবনের প্রতিচিত্র ফুটে উঠেছে। রূত চরিত্রটি বিশেষ করে এক সরল গ্রামীণ জীবনের চিত্র তুলে ধরে। এই গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে রূত ও বোয়সের পরিণয় অত্যন্ত সাবলীলভাবে চিত্রিত হয়েছে। যদিও কিতাবের শুরুতেই জানা যায় যে, কাহিনীর প্রেক্ষাপট ছিল দুর্ভিক্ষ পীড়িত ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ, তথাপি কাহিনীতে প্রবেশ করার পর পাঠক এই দুঃখময় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির প্রত্যক্ষভাবে দৃশ্যপটে দেখতে পাবেন না। পাশাপাশি এই কিতাবকে একটি বীরগাথা হিসেবেও দেখা যেতে পারে, যেখানে আমরা একজন নারীকে মূল চরিত্র হিসেবে দেখতে পাই, যিনি তাঁর জীবন যুদ্ধে সংগ্রাম করে অবশেষে জয় লাভ করেছেন। সমগ্র কিতাবুল মোকাদ্দসে বোয়স চরিত্রটি অত্যন্ত দুর্লভ হিসেবে পরিগণিত। কারণ কিতাবুল মোকাদ্দসের অন্যান্য অধিকাংশ চরিত্রেরই ছোট থেকে শুরু বড় কিছু না কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বোয়স চরিত্রটি সম্পূর্ণভাবে ইতিবাচক। অর্থাৎ কোন ধরনের চারিত্রিক ত্রুটি বা নেতিবাচক দিক আমরা তাঁর মধ্যে দেখতে পাই না। পরোক্ষভাবে বোয়স চরিত্রটির মধ্য দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্‌র নিঃশর্ত অপরিসীম দয়া প্রকাশিত হয়েছে।

রূত কিতাবের কাহিনীপট মূলত একটি অভিযাত্রা, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে রূতের আপন নিবাস খুঁজে পাওয়া (১:৯ ও ৩:১)। কাহিনীতে যেমন জটিলতা ও টানাপোড়েন রয়েছে, তেমনি রয়েছে সূক্ষ্ম রসবোধ। প্রথমত ট্র্যাজেডি দিয়ে শুরু করে সমস্ত ঘাত প্রতিঘাত পার হয়ে অবেশেষে শুভ পরিণয়ের মধ্য দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

রূত কিতাবের অবস্থান

কাজীগণ কিতাবের সমসাময়িক কালের পটভূমি নিয়ে রচিত এই রূত কিতাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে একটি দুর্ভিক্ষের কথা, যা এহুদা রাজ্যে অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখা দেওয়ায় নয়মী ও তাঁর স্বামী ইসরাইল দেশ ত্যাগ করে মোয়াবে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হন। সেখানে তাঁদের দুই পুত্র দুই মোয়াবীয় নারীকে বিয়ে করে। নয়মীর স্বামী ও তাঁর দুই পুত্র মারা যাওয়ার পর তিনি এহুদার বেথেলহামে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রবধূ তাঁর সাথে বেথেলহামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

মূল আয়াত: "কিন্তু রূৎ বললো, তোমাকে ত্যাগ করে যেতে, তোমার পিছনে যাওয়া থেকে ফিরে যেতে, আমাকে অনুরোধ করো না; তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব; এবং তুমি যেখানে থাকবে, আমিও সেখানে থাকব; তোমার লোকই আমার লোক, তোমার আল্লাহ্‌ই আমার আল্লাহ্‌" (১:১৬)।

প্রধান প্রধান লোক:

রূত, নয়মী ও বোয়াস

প্রধান প্রধান স্থান:

মোয়াব ও বেথেলহেম

রূত কিতাবটির রূপরেখা

১. ভূমিকা: নয়মী ও রূত (১:১-৫)
২. দৃশ্য ১: রূতকে সঙ্গে নিয়ে নয়মীর জেরুশালেমে

প্রত্যাবর্তন (১:৬-২২)

৩. দৃশ্য ২: শস্য কুড়াতে বোয়সের ক্ষেতে রূত (২:১-২৩)
৪. দৃশ্য ৩: বোয়সের খামারে রূত, তাঁকে বিয়ে করে মুক্ত করার প্রস্তব (৩:১-১৮)
৫. দৃশ্য ৪: রূতের সঙ্গে বোয়সের বিয়ের ফয়সালা করা (৪:১-১২)
৬. উপসংহার: নতুন পরিবার নিয়ে নয়মীর সুখ (৪:১৩-১৭)
৭. বংশ-তালিকা: দাউদের পূর্বপুরুষ (৪:১৮-২২)

নয়মী ও রূত বেথেলহেমে যান

১ ১ আর কাজীগণের কর্তৃত্বকালে দেশে
একবার দুর্ভিক্ষ হয়। আর বেথেলহেম-
এহুদার এক জন পুরুষ, তার স্ত্রী ও দুই পুত্র
মোয়াব দেশে বাস করতে যায়। ২ সেই
পুরুষ লোকটির নাম ইলীমেলক, তার স্ত্রীর
নাম নয়মী এবং তার দুই পুত্রের নাম
মহলোন ও কিলিয়োন; এরা বেথেলহেম-
এহুদানিবাসী ইফ্রাথীয়। এরা মোয়াব দেশে
গিয়ে সেখানে থেকে গেল। ৩ পরে নয়মীর
স্বামী ইলীমেলক ইন্তেকাল করলো, তাতে সে
ও তার দুই পুত্র অবশিষ্ট থাকলো। ৪ পরে
সেই দু'জনে দুই মোয়াবীয়া কন্যাকে বিয়ে
করলো। একজনের নাম অর্পা, আর এক
জনের রূত। আর তারা অনুমান দশ বছর
কাল সেই স্থানে বাস করলো। ৫ পরে
মহলোন ও কিলিয়োন এই দু'জনও
ইন্তেকাল করলো, তাতে নয়মী পতিহীন ও
উভয় পুত্রবিহীন হয়ে একাই রয়ে গেল।

নয়মী ও তার পুত্রবধুরা

৬ তখন সে দু'জন পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে
মোয়াব দেশ থেকে ফিরে যাবার জন্য উঠলো;
কারণ সে মোয়াব দেশে শুনতে পেয়েছিল
যে, মাবুদ তাঁর লোকদের তত্ত্বাবধান করে
তাদেরকে খাদ্যদ্রব্য দিয়েছেন। ৭ সে ও তার
দুই পুত্রবধূ তাদের বাসস্থান থেকে বের হল
এবং এহুদা দেশে ফিরে যাবার জন্য পথে
চলতে লাগল। ৮ তখন নয়মী দুই পুত্রবধূকে
বললো, তোমরা তোমাদের মায়ের বাড়িতে
ফিরে যাও; মৃতদের প্রতি ও আমার প্রতি
তোমরা যেমন রহম করেছ, মাবুদ তোমাদের
প্রতি তেমনি রহম করুন। ৯ তোমরা উভয়ে
যেন স্বামীর বাড়িতে বিশ্রাম পাও, মাবুদ
তোমাদেরকে এই বর দিন। পরে সে
তাদেরকে চুম্বন করলো; তাতে তারা চিৎকার
করে কান্নাকাটি করতে লাগল। ১০ আর তারা
তাকে বললো, না, আমরা তোমারই সঙ্গে
তোমার লোকদের কাছে ফিরে যাব।
১১ নয়মী বললো, হে আমার কন্যারা ফিরে
যাও; তোমরা আমার সঙ্গে কেন যাবে?
তোমাদের স্বামী হবার জন্য এখনও কি
আমার গর্ভে কোন ছেলে-সন্তান হবে? ১২ হে

[১:১] পয়দা ১২:১০; ২বাদশা ৬:২৫; জবুর ১০৫:১৬; হগয় ১:১১।
[১:২] পয়দা ৩৫:১৯; ১শামু ১৬:১৮।
[১:৪] ১বাদশা ১১:১; ২খান্দান ২৪:২৬; উজা ৯:২; নহি ১৩:২৩।
[১:৫] আয়াত ৮; রূত ২:১১।
[১:৬] পয়দা ৫০:২৪; হিজ ৪:৩১; ইয়ার ২৯:১০; সফ ২:৭।
[১:৮] পয়দা ১৯:১৯; ২তীম ১:১৬।
[১:৯] পয়দা ২৭:৩৮; শুমারী ২৫:৬।
[১:১১] পয়দা ৩৮:১১; দ্বি:বি ২৫:৫।

১:১ কাজীগণের কর্তৃত্বকালে: সম্ভবত ১৩৮০ থেকে ১০৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত কাজীগণের সময় ছিল (পটভূমি দেখুন)। এখানে লেখক কাজীগণের কথা উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে ইসরাইলের স্বপক্ষ ত্যাগ, নৈতিক অবক্ষয় এবং তাদের দুর্গতির কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

দুর্ভিক্ষ হয়: কাজীগণ কিতাবে এই দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করা হয় নি।

বেথেলহেম-এহুদার: হযরত দাউদের নিজের নগর (১ শামু ১৬:১৮)। বেথেলহেম নামটির অর্থ হল "খাবারের ঘর" যেখানে এখন খাবার নেই।

১:২ ইলীমেলক: এই নামের অর্থ "আমার আল্লাহ্ হলেন বাদশাহ্" (দেখুন কাজী ৮:২৩)।

নয়মী: ২০ আয়াতের নোট দেখুন।

মহলোন: রূতের স্বামী (৪:১০), যার নামের অর্থ সম্ভবত "দুর্বল ব্যক্তি" অথবা "রোগা মানুষ"।

কিলিয়োন: সম্ভবত এই নামের অর্থ "ক্ষীণ ব্যক্তি।"

ইফ্রাথীয়: বেথেলহেমের চারদিকের একটি এলাকার নাম ছিল ইফ্রাথ (৪:১১; পয়দা ৩৫:১৯; ১ শামু ১৭:১২; মিকাহ্ ৫:২)।

১:৩ নয়মীর স্বামী ইলীমেলক ইন্তেকাল করলো: নয়মীর জীবনে শূন্যতা শুরু হল (দেখুন ২১ আয়াত)।

১:৪ বিয়ে করলো: পরিবারিক বংশ ধারা চালু থাকার প্রত্যাশা সৃষ্টি করা।

মোয়াবীয়া কন্যা: দেখুন পয়দায়েশ ১৯:৩৬-৩৭ আয়াত। মোয়াবীয় স্ত্রীলোকদের বিয়ে করার ব্যাপারে শরীয়তে এই স্পষ্ট হুকুম ছিল, "মোয়াবীয় কেউ মাবুদের সমাজে প্রবেশ করতে পারবে না; দশম পুরুষ পর্যন্ত তাদের কেউ মাবুদের সমাজে কখনও প্রবেশ করতে পারবে না" (দ্বি:বি: ২৩:৩)।

রূত: হিব্রুতে এই নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে অর্থ তা হল "পূর্ণ করা" (২১ আয়াতের উপর নোট দেখুন)। ঈসা মসীহের বংশ তালিকায় যে পাঁচ জন স্ত্রীলোকের নাম পাওয়া যায় রূত তাদের একজন। বাকীরা ছিলেন তামর, রাহব, বৎসেবা ও মরিয়ম (মথি ১:৩, ৫-৬, ১৬ এবং ১:৩ দেখুন)।

১:৫ মহলোন ও কিলিয়োন এই দু'জনও ইন্তেকাল করলো: নয়মীর শূন্য হওয়া সম্পন্ন হল (৩ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

পতিহীন ও উভয় পুত্রবিহীন হয়ে একাই রয়ে গেল: তার এখন কোন স্বামী আর কোন সন্তান রইল না। তার শুধু দুইজন ছেলের বউ আছে, তাদের দুইজনই বিদেশী এবং সন্তানহীন।

১:৬ মাবুদ তাঁর লোকদের তত্ত্বাবধান করে: এই ঘটনার মধ্যে যে সব বিষয় রয়েছে সেখানে দেখা যায় যে, মাবুদ আল্লাহ্ এসব ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করছেন তেমনি এখানেও আল্লাহ্ মাবুদের নিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতি দেওয়া হয়ছে (১৩, ২১ আয়াত; ২:২০; ৪:১২-১৫)।

দেশ থেকে ফিরে যাবার জন্য উঠলো: নিজের বাড়িতে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। শূন্য হওয়া নয়মী নতুনভাবে পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাত দেশে ফিরে যাচ্ছে।

খাদ্যদ্রব্য: বেথেলহেম ছিল "খাবারের ঘর" এখন সেখানে আবার খাবার আছে।

১:৮ ফিরে যাও: নিঃস্ব নয়মী পুনরায় তার ছেলেদের স্ত্রীদের মোয়াবে তাদের আসল বাড়িতে ফিরে যেতে পিড়াপিড়ী করছিল (১১-১২, ১৫ আয়াত); তাদেরকে আর কিছু দেওয়ার মত তার কিছুই ছিল না।

১:১১ তোমাদের স্বামী হবার জন্য এখনও কি আমার গর্ভে কোন ছেলে-সন্তান হবে?: নয়মীর ছেলেদের বিয়ে ইসরাইলের নিয়ম অনুসারে হয় নি (দ্বি:বি: ২৫:৫-৬), সেজন্য দেবর-বিয়ের নিয়মও এখানে কার্যকর নয় (দেখুন পয়দা ৩৮:৮; দ্বি:বি: ২৫:৫-১০ দেখুন; মার্ক ১২:১৮-২৩)। দেবর-বিয়ের নিয়মের মধ্য দিয়ে বিধবাদের প্রতিরক্ষা দেওয়া হয় এবং পারিবারিক বংশধারা চালু থাকে।

আমার কন্যারা, ফির, চলে যাও; কেননা
আমি বৃদ্ধা, পুনরায় বিয়ে করতে পারি না;
আর আমার প্রত্যাশা আছে, এই বলে যদি
আমি আজ রাতেও বিয়ে করি, আর যদি
পুত্রও প্রসব করি, ১৩ তবে তোমরা কি তাদের
বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? তোমরা কি
সেজন্য বিয়ে করতে নিবৃত্ত থাকবে? হে আমার
কন্যারা, তা নয়, তোমাদের জন্য আমার
বড়ই দুঃখ হয়েছে; কেননা মাবুদের হাত
আমার বিরুদ্ধে প্রসারিত হয়েছে।
১৪ পরে তারা পুনর্বার চিৎকার করে
কান্নাকাটি করতে লাগল এবং অর্পা তার
শাশুড়ীকে চুম্বন করলো, কিন্তু রূত তাকে
ছেড়ে গেল না।
১৫ তখন সে বললো, ঐ দেখ, তোমার জা
তার লোকদের ও তার দেবতার কাছে ফিরে
গেল, তুমিও তোমার জার পিছে পিছে ফিরে
যাও। ১৬ কিন্তু রূৎ বললো, তোমাকে ত্যাগ
করে যেতে, তোমার পিছনে যাওয়া থেকে
ফিরে যেতে, আমাকে অনুরোধ করো না;
তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব;
এবং তুমি যেখানে থাকবে, আমিও সেখানে
থাকব; তোমার লোকই আমার লোক, তোমার
আল্লাহ্‌ই আমার আল্লাহ্‌; ১৭ তুমি যেখানে
মরবে, আমিও সেখানে মরবো, সেই স্থানেই
যেন আমার কবর হয়; কেবল মৃত্যু ছাড়া
আর কিছুই যদি আমাকে ও তোমাকে পৃথক
করতে পারে, তবে মাবুদ আমাকে অমুক ও
তার চেয়েও বেশি দণ্ড দিন। ১৮ যখন সে
দেখলো, তার সঙ্গে যেতে রূত দৃঢ়ভাবে মন
স্থির করে ফেলেছে, তখন সে তাকে আর
কিছু বললো না।
১৯ পরে তারা দু'জন চলতে চলতে শেষে
বেথেলহেমে উপস্থিত হল। যখন বেথেল-
হেমে উপস্থিত হল, তখন তাদের বিষয়ে
সমস্ত নগরে জনরব হল; স্ত্রীলোকেরা বললো,
এই কি নয়মী? ২০ সে তাদেরকে বললো,
আমাকে নয়মী (মনোরমা) বলো না, বরং
মারা (তিক্তা) বলে ডাক, কেননা সর্বশক্তিমান
আমার প্রতি অতিশয় তিক্ত ব্যবহার করেছেন।
২১ আমি পরিপূর্ণ হয়ে যাত্রা করেছিলাম, এখন
মাবুদ আমাকে শূন্য করে ফিরিয়ে আনলেন।
তোমরা কেন আমাকে নয়মী বলে ডাকছ?
মাবুদ তো আমার বিপক্ষে প্রমাণ দিয়েছেন,
সর্বশক্তিমান আমাকে কষ্টে ফেলেছেন।
২২ এভাবে নয়মী ফিরে এল, তার সঙ্গে তার
পুত্রবধূ মোয়াবীয়া রূত মোয়াব দেশ থেকে
এল; যব কাটা আরম্ভ হলেই তারা

[১:১৩] আয়াত ২০; হিজ ১:১৪; ১৫:২৩; ১শামু ৩০:৬।
[১:১৪] রূত ২:১১; ৩:১; মীখা ৭:৬।
[১:১৫] দ্বি:বি ২৫:৭।
[১:১৬] ২বাদশা ২:২।
[১:১৭] ১শামু ৩:১৭; ১৪:৪৪; ২০:১৩; ২৫:২২; ২শামু ৩:৯, ৩৫; ২শামু ১৯:১৩; ১বাদশা ২:২৩; ১৯:২; ২০:১০; ২বাদশা ৬:৩১।
[১:১৮] প্রেরিত ২১:১৪।
[১:১৯] মথি ২১:১০।
[১:২০] পয়দা ১৫:১; ১৭:১; জবুর ৯১:১।
[১:২১] আইউ ১:২১।
[১:২১] আইউ ৩০:১১; জবুর ৮৮:৭; ইশা ৫৩:৪।
[১:২২] হিজ ৯:৩১; লেবীয় ১৯:৯।

১:১২ কেননা আমি বৃদ্ধা: নয়মী আর সন্তান নিতে পারে না; এমনকি তার গর্ভও শূন্য।

১:১৩ কেননা মাবুদের হাত আমার বিরুদ্ধে প্রসারিত হয়েছে: দেখুন ৫-৬ আয়াতের নোট; এছাড়া ২০-২১ আয়াতও দেখুন।

১:১৪ অর্পা তার শাশুড়ীকে চুম্বন করলো, কিন্তু রূৎ তাকে ছেড়ে গেল না: অর্পার চলে যাওয়া আর রূতের থেকে যাওয়া এবং একই সঙ্গে রূত তার শাশুড়ীর প্রতি যে বাধ্যতা ও নিঃস্বার্থ নিবেদন দেখিয়েছে সেই বিষয়টিকে এখানে বড় করে প্রকাশ করা হয়েছে।

১:১৫ তার দেবতার কাছে: মোয়াবীয়দের প্রধান দেবতা ছিল কামোশ।

১:১৬ তুমি যেখানে যাবে, ... তোমার আল্লাহ্‌ই আমার আল্লাহ্‌: এখানে বাধ্যতা ও ভালবাসার শৈল্পিক অভিব্যক্তি রূতের চরিত্রকে প্রকাশ করেছে। নয়মীর প্রতি তার প্রতিশ্রুতি এখানে পূর্ণ হয়েছে, যদিও নয়মীর শূন্যতাকে ভাগাভাগি করে নেওয়া ছাড়া এখানে তার আর বেশি কিছু নেই। একই রকম নিবেদনের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় ২ শামুয়েল ১৫:২১ আয়াতে।

১:১৭ মাবুদ আমাকে অমুক ও তার চেয়েও বেশি দণ্ড দিন: ১ শামু ৩:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। রূত, একজন অ-ইহুদী মেয়ে যিনি নয়মীর কাছে কসম খেয়েছিলেন ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের নামে এবং এর মধ্য দিয়ে মাবুদকে তার নিজের মাবুদ আল্লাহ্‌ বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন (১৬ আয়াত দেখুন)।

কেবল মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই যদি আমাকে ও তোমাকে পৃথক করতে পারে: দেখুন ২ শামু ১:২৩ আয়াত।

১:২০ আমাকে নয়মী (মনোরমা) বলো না, বরং মারা (তিক্তা) বলে ডাক: প্রাচীন নিকট প্রাচ্যের সময়ে একজন ব্যক্তির নাম প্রায়ই বিবরণযোগ্য হয়ে থাকতো। নয়মীর নামের নামের অর্থ প্রকাশ ও তার বর্তমান গ্লানিকর অবস্থা এই কথাই প্রকাশ করেছে যে, তার আল্লাহ্‌ও তার বিরুদ্ধে ছিল।

সর্বশক্তিমান: দেখুন পয়দা ১৭:১ আয়াতের নোট।

১:২১ আমি পরিপূর্ণ হয়ে যাত্রা করেছিলাম, এখন মাবুদ আমাকে শূন্য করে ফিরিয়ে আনলেন: এই শব্দগুচ্ছ কাহিনীটির মূল বিষয় তুলে ধরে– কিভাবে শূন্য নয়মী আবার পরিপূর্ণ হয়েছিলেন।

১:২২ মোয়াবীয়া রূৎ: প্রায় সময়ই লেখক তার পাঠকদের মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন যে, রূত এজন বিদেশীনী, অবজ্ঞাত লোকদের একজন (২:২, ৬, ২১; ৪:৫, ১০; ২:১০ দেখুন)।

যব কাটা আরম্ভ হলেই: প্রাচীন কেনান দেশে এপ্রিল ও মে মাসে শস্য শস্য কাটা শুরু হতো (প্রথমে বার্লি এবং কয়েক সপ্তাহ পর গম কাটা হতো; ২:২৩ দেখুন)। শস্য কাটার বিষয়ে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হতো তা হল: (১) পাকা দাঁড়িয়ে থাকা ফসল লোকেরা কাস্তে দিয়ে কাটতো (দ্বি:বি: ১৬:৯; ২৩:২৫; ইয়ার ৫০:১৬; যোয়েল ৩:১৩ দেখুন); (২) সচরাচর স্ত্রীলোকেরা সেই শস্য আটি বা গোছা করে বেধে রাখতো; (৩) শস্য কর্তনকারীরা সেই শস্যের গোছা পিছনে রেখে কাটার জন্য সামনে এগিয়ে যেতে হতো (২:৭); (৪) এরপর সেই গোছাগুলো একত্রে বেধে যেখানে শস্য মাড়াই করা হতো সেখানে নিয়ে যাওয়া হতো। সাধারণত নিয়ে যাবার কাজে ঘোড়া বা গাধার গাড়ি ব্যবহার করা হতো (আমোস ২:১৩);

BACIB
International Bible
CHURCH

বেথেলহেমে উপস্থিত হল।

রূতের প্রতি বোয়সের সদয় ব্যবহার

২ ১ নয়মীর স্বামী ইলীমেলকের গোষ্ঠীর
এক জন সম্মানিত ধনবান জ্ঞাতি ছিলেন;
তাঁর নাম বোয়স।
২ পরে মোয়াবীয়া রূৎ নয়মীকে বললো,
নিবেদন করি, আমি ক্ষেতে গিয়ে যার দৃষ্টিতে
অনুগ্রহ লাভ করি, তার পিছে পিছে শস্যের
পড়ে-থাকা শীষ কুড়াই। নয়মী বললো,
বৎসে, যাও। ৩ পরে সে গিয়ে একটি ক্ষেতে
উপস্থিত হয়ে শস্য কর্তনকারীদের পিছনে
পিছনে পড়ে-থাকা শীষ কুড়াতে লাগল; আর
ঘটনাক্রমে সে ইলীমেলকের গোষ্ঠীর ঐ
বোয়সের ভূমি-খণ্ডেই গিয়ে পড়লো। ৪ আর
দেখ, বোয়স বেথেলহেম থেকে এসে শস্য
কর্তনকারীদেরকে বললেন, মাবুদ তোমাদের
সহবর্তী হোন। তারা জবাবে বললো, মাবুদ
আপনাকে দোয়া করুন। ৫ পরে বোয়স শস্য
কর্তনকারীদের উপরে নিযুক্ত তাঁর ভৃত্যকে
জিজ্ঞাসা করলেন, এই যুবতী কার? ৬ তখন
শস্য কর্তনকারীদের উপরে নিযুক্ত ভৃত্য
বললো, এ সেই মোয়াবীয়া যুবতী, যে
নয়মীর সঙ্গে মোয়াব দেশ থেকে এসেছে;

[২:১] ১খান্দান ২:১২; মথি ১:৫; লূক ৩:৩২।
[২:২] লেবীয় ১৯:৯; ২৩:২২।
[২:৩] আয়াত ১৪; ২বাদশা ৪:১৮; ইয়ার ৯:২২; আমোস ৯:১৩।
[২:৪] কাজী ৬:১২; লূক ১:২৮; ২থিষ ৩:১৬।
[২:৬] রূত ১:২২।
[২:৭] পয়দা ৩৭:৭; লেবীয় ১৯:৯।
[২:১০] পয়দা ১৯:১; ১শামু ২০:৪১।
[২:১১] ইশা ৫৫:৫।

৭ সে বললো, মেহেরবানী করে আমাকে
শস্য কর্তনকারীদের পিছনে পিছনে আটির
মধ্যে মধ্যে শীষ কুড়িয়ে সংগ্রহ করতে দাও;
অতএব সে এসে সকাল থেকে এখন পর্যন্ত
রয়েছে; কেবল ঘরে অল্পক্ষণ ছিল।
৮ পরে বোয়স রূৎকে বললেন, বৎসে, বলি,
শোন; তুমি শস্য কুড়াতে অন্য ক্ষেতে যেও
না, এই ক্ষেত থেকে চলে যেও না, কিন্তু
এখানে আমার যুবতী বাঁদীদের সঙ্গে সঙ্গে
থাক। ৯ শস্য কর্তনকারীরা যে ক্ষেতের শস্য
কাটবে, তার প্রতি দৃষ্টি রেখে তুমি বাঁদীদের
পিছনে যেও; তোমাকে স্পর্শ করতে আমি
কি যুবকদেরকে নিষেধ করি নি? আর
পিপাসা পেলে তুমি পাত্রের কাছে গিয়ে
যুবকেরা যে পানি তুলেছে, তা থেকে পান
করো। ১০ তাতে সে ভূমিতে উবুড় হয়ে
তাঁকে সালাম করে বললো, আমি বিদেশিনী,
আপনি আমার তত্ত্ব নিচ্ছেন, আপনার দৃষ্টিতে
এই অনুগ্রহ আমি কিসে লাভ করলাম?
১১ বোয়স উত্তর করলেন, তোমার স্বামীর
মৃত্যুর পরে তুমি তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে
যেরকম ব্যবহার করেছ এবং আপন পিতা-
মাতা ও জন্মদেশ ছেড়ে, আগে যাদেরকে

---

(৫) এর পর শস্য খড় থেকে ছাড়ানোর জন্য সচারাচর গোবাদি পশু দ্বারা মাড়ানো হতো (দ্বি:বি: ২৫:৪; হোসিয়া ১০:১১), কিন্তু মাঝে মাঝে দাঁতযুক্ত শস্য মাড়াই করার গুঁড়ি দিয়েও শস্য মাড়াই করা হতো (ইশা ৪১:১৫; আমোস ১:৩) অথবা মালগাড়ীর চাকা দ্বারাও মাড়াই করা হতো (ইশা ২৮:২৮); (৬) এরপর শস্য ঝাড়া হতো– সাধারণত কুলা দ্বারা শস্য উপরে বাতাসে উড়িয়ে ঝাড়া হতো (ইয়ার ১৫:৭)। সাধারণত দুপুরের সময়ে এই বাতাস কয়েক ঘন্টার জন্য বয়ে যেতে এবং সেই বাতাসে উড়িয়ে খড় ও তুষ ঝেড়ে ফেলা হতো (জবুর ১:৪), (৭) শস্য চালা হতো যেন শস্য ছাড়া অন্য যা কিছু থাকে তা পরিষ্কার হয়ে যায় (আমোস ৯:৯); (৮) এরপর বস্তায় ভরে তা গোলাঘরে গুদামজাত করে রাখা হয় (পয়দা ৪২:৪৪)। শস্য মাড়াই করার স্থান অর্থাৎ যেখানে মাড়াই এবং ঝাড়া হতো সেই জায়গা সাধারণত শক্ত, সমান, খোল স্থান হয়ে থাকে এবং এ কাজের জন্য এমন জায়গা বেছে নেওয়া হয় যেখানে বাতাসকে আট্‌কানো যায় ও তা ব্যবহার করা যায়। সাধারণত তা গ্রামের পূর্ব দিকে বাতাস বয়ে যাবার দিকে হয়ে থাকতো। যব কাটা আরম্ভ হলেই নয়মী এবং রূত বেথেলহেমে এসেছিল ঠিক যখন জমি ফসল কাটা শুরু হয়েছিল– যেন ভূমি নতুনভাবে ফসল দিচ্ছে আর এটি একটি ইঙ্গিত যে, নয়মী আবার পরিপূর্ণ হবে।

২:১ জ্ঞাতি: জ্ঞাতি হল আশার চিহ্ন (২০ আয়াতের উপর নোট দেখুন)।

সম্মানিত ধনবান: ৩:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

বোয়স: সম্ভবত এর অর্থ "তাঁর মধ্যেই হল শক্তি।" বোয়সের নাম (৪:২১; ৪:১৮-২২) আমাদের প্রভু ঈসা মসীহের বংশ-তালিকার মধ্যে রয়েছে (মথি ১:৫; লূক ৩:৩২)।

২:২ আমি ক্ষেতে গিয়ে: যদিও রূত একজন বিদেশিনী মহিলা ছিল এবং একজন একা যুবতী মেয়ে হিসেবে সে ফসলের মাঠে একেবারে অরক্ষিত ছিল তবুও তিনি তার শাশুড়ীর জন্য খাদ্য যোগানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ৩:১ আয়াতে নয়মী রূতের জন্য বিশ্রামস্থানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

শস্যের পড়ে-থাকা শীষ কুড়াই: মূসার শরীয়ত জমির মালিককে নির্দেশনা দিয়েছে যে, ফসল কাটার সময়ে লোকরা যেন কিছু ফেলে রেখে যায় যেন গরীবরা, বিদেশীরা, বিধবারা এবং এতিমরা তাদের প্রয়োজনের জন্য সেই ফসল কুড়িয়ে নিতে পারে (লেবীয় ১৯:৯; ২৩:২২; দ্বি:বি: ২৪:১৯)।

২:৩ ঘটনাক্রমে: কাজের স্থানে বেহেশতী যোগান (১৯-২০ আয়াত)।

২:৪ মাবুদ তোমাদের সহবর্তী হোন: বোয়াস ও যারা শস্য কাটছে তাদেও মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময়ের দ্বার এই কথাই বুঝা যায় যে, বোয়াস একজন আল্লাহ্‌ভক্ত ও দয়ালু লোক ছিলেন।

২:৯ তার প্রতি দৃষ্টি রেখে তুমি বাঁদীদের পিছনে যেও: সেই সময়ের লোকদের প্রথা ছিল যে, লোকেরা শস্য কাটবে এবং জমির মালিকের বাঁদীরা তাদের পিছনে পিছনে থেকে শস্যের গোছা করে আঁটি বাঁধবে। সেই বাঁদীরা যা কিছু ফেলে যেত রূত সেই সব শস্য কুড়িয়ে নিতে পারতেন (১:২২ আয়াতের নোট দেখুন)।

তোমাকে স্পর্শ করতে: এই শব্দগুচ্ছ দ্বারা বোয়াস ইঙ্গিত করেছেন যে, শস্য কুড়াতে এসে রূত ঝুকি নিয়েছেন সত্যি কিন্তু তবুও তার প্রতি বোয়োসের খেয়াল আছে।

২:১১ তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করেছ: নিঃস্ব শাশুড়ীর দেখাশোনা করার প্রতি রূতের যে প্রতিশ্রুতি তা সমস্ত

জানতে না, এমন লোকদের কাছে এসেছো,
এসব কথা আমার শোনা হয়েছে। ১২ মাবুদ
তোমার কাজের উপযোগী ফল দিন; তুমি
ইসরাইলের আল্লাহ্ মাবুদ যাঁর পাখার নিচে
আশ্রয় নিতে এসেছো, তিনি তোমাকে সম্পূর্ণ
পুরস্কার দিন। ১৩ সে বললো, হে আমার
মালিক, আপনার দৃষ্টিতে যেন আমি অনুগ্রহ
লাভ করি; আপনি আমাকে সান্ত্বনা দিলেন
এবং আপনার এই বাঁদীর কাছে সান্ত্বনাসূচক
কথা বললেন, আমি তো আপনার এক জন
বাঁদীর তুল্যও নই।
১৪ পরে ভোজন সময়ে বোয়স তাকে
বললেন, তুমি এই স্থানে এসে রুটি ভোজন
কর এবং তোমার রুটিখণ্ড সিরকায় ডুবিয়ে
নাও। তখন সে শস্য কর্তনকারীদের পাশে
বসলে তারা তাকে ভাজা শস্য দিল; তাতে
সে ভোজন করে তৃপ্ত হল এবং কিছু অবশিষ্ট
রাখল। ১৫ পরে সে কুড়াতে উঠলে বোয়স
তাঁর ভৃত্যদেরকে হুকুম করলেন, ওকে আঁটির
মধ্যেও কুড়াতে দাও এবং ওকে তিরস্কার
করো না; ১৬ আবার ওর জন্য বাঁধা আঁটি
থেকে কতগুলো টেনে রেখে দাও, ওকে
কুড়াতে দাও, ধমক দিও না।
১৭ আর সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই ক্ষেতে শস্য
কুড়াল; পরে সে তার কুড়ানো শস্য মাড়াই
করলে প্রায় এক ঐফা যব হল। ১৮ পরে সে
তা তুলে নিয়ে নগরে গেল এবং তার শাশুড়ী
তার কুড়ান শস্য দেখলো; আর সে আহার
করে তৃপ্ত হবার পর যা রেখেছিল, তা বের

[২:১২] ১শামু ২৪:১৯; ২৬:২৩, ২৫; জবুর ১৮:২০; মেসাল ২৫:২২; ইয়ার ৩১:১৬।
[২:১৩] পয়দা ১৮:৩।
[২:১৪] লেবীয় ২৩:১৪।
[২:১৫] পয়দা ৩৭:৭; লেবীয় ১৯:৯।
[২:১৬] পয়দা ৩৭:১০।
[২:১৭] কাজী ৬:১১।
[২:২০] কাজী ১৭:২; ১শামু ২৩:২১।
[২:২১] রূত ১:২২।
২:২৩] পয়দা ৩০:১৪; ১শামু ৬:১৩।
[৩:১] রূত ১:১৪।
[৩:২] লেবীয় ২:১৪; শুমারী ১৮:২৭; কাজী ৬:১১।

করে তাকে দিল। ১৯ তখন তার শাশুড়ী
তাকে বললো, তুমি আজ কোথায় কুড়িয়েছ?
কোথায় কাজ করেছ? যে ব্যক্তি তোমার তত্ত্ব
নিয়েছেন, আল্লাহ্ তাঁকে দোয়া করুন। তখন
সে কার কাছে কাজ করেছিল, তা শাশুড়ীকে
জানিয়ে বললো, যে ব্যক্তির কাছে আজ কাজ
করেছি, তাঁর নাম বোয়স। ২০ তাতে নয়মী
তাঁর পুত্রবধূকে বললো, তিনি সেই মাবুদের
দোয়া লাভ করুন, যিনি জীবিত ও মৃতদের
প্রতি দয়া নিবৃত্ত করেন নি। নয়মী আরও
বললো, সেই ব্যক্তি আমাদের নিকট সম্বন্ধীয়,
তিনি আমাদের মুক্তিকর্তা জ্ঞাতিদের এক জন।
২১ আর মোয়াবীয়া রূত বললো, তিনি
আমাকে এও বললেন, আমার সমস্ত ফসল
কাটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমার
ভৃত্যদের সঙ্গে সঙ্গে থাক। ২২ তাতে নয়মী
তার পুত্রবধূ রূতকে বললো, বৎসে, তুমি যে
তাঁর বাঁদীদের সঙ্গে যাও এবং অন্য কোন
ক্ষেতে কেউ যে তোমার দেখা না পায়, সে
ভাল। ২৩ অতএব যব ও গম কাটা শেষ
হওয়া পর্যন্ত সে কুড়াবার জন্য বোয়সের
বাঁদীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকলো এবং তার
শাশুড়ীর সঙ্গে বাস করলো।

বোয়সের খামারে রূত

৩ ১ পরে তার শাশুড়ী নয়মী তাকে
বললো, বৎসে, তোমার যাতে মঙ্গল
হয়, এমন বিশ্রামস্থান আমি কি তোমার জন্য
চেষ্টা করবো না? ২ সম্প্রতি যে বোয়সের
বাঁদীদের সঙ্গে তুমি ছিলে, তিনি কি

কিতাবটির মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে।

২:১২ যাঁর পাখার নিচে আশ্রয় নিতে এসেছো: একটি পাখি তার ডানার নীচে যেমন তার ছোট বাচ্চাদের রক্ষা করে ঠিক এমন চিত্রই মাবুদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যিনি আমাদের তার ডানার নীচে রক্ষা করে থাকেন (মথি ২৩:৩৭; ৩:৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

২:১৩ আপনার এই বাঁদীর: এভাবে নিজেকে প্রকাশ করা একটি নম্রতার বহিঃপ্রকাশ।

২:১৫ বোয়স তাঁর ভৃত্যদেরকে হুকুম করলেন: মূসার শরীয়তে যতটুকু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বোয়োস তার চেয়েও বেশি করেছেন এটা নিশ্চিত হতে যে, রূত তার পরিশ্রমের চেয়ে আরও অধিক পরিমাণে শস্য কুড়াতে পেরেছে (৩:১৫ এবং নোট দেখুন)।

২:১৭ কুড়ান শস্য মাড়াই করলে: দেখুন ১:২২ আয়াতের নোট। রূতের বিষয়টি যেন গিদিয়োনের বিষয়ের মত (কাজী ৬:১১), পরিমাণ এতই কম ছিল যে, তা সাধারণভাবে মুগুর অথবা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মাড়াই করা যেত।

ঐফা: একজন লোকের একদিনের কুড়ানোর চেয়েও পরিমাণে বেশি।

২:২০ যিনি জীবিত ও মৃতদের প্রতি দয়া নিবৃত্ত করেন নি: ৩:১০ আয়াতে বোয়োস রূতকে একই রকম গুণ প্রদর্শন করার জন্য প্রশংসা করেছেন।

মুক্তিকর্তা জ্ঞাতি: রূতের কাহিনীতে 'মুক্তি' হল একটি মূল চিন্তাধারা। মুক্তিকর্তা জ্ঞাতির দায়িত্ব ছিল তাদের বৃহৎ পরিবারের কেউ দরিদ্র হলে তার স্বার্থ রক্ষা করা (ইশা ৪১:১৪ দেখুন)– যে ভাই কোন সন্তান না রেখে মারা গেছে সেই ভাইয়ের জন্য উত্তরাধিকারীর যোগান দেওয়া (দ্বিঃবিঃ ২৫:৫-১০), একজন গরীব আত্মীয়ের জমি যেন এই বৃহৎ পরিবারের বাইরে বিক্রি না হয় সেজন্য সেই জমি ক্রয় করা অথবা বিক্রি হওয়া জমি উদ্ধার করা (লেবীয় ২৫:২৫-২৮), একজন আত্মীয় যাকে গোলাম হিসাবে বিক্রি হয়ে গেছে তাকে উদ্ধার করা (লেবীয় ২৫:৪৭-৪৯), এবং কোন আত্মীয়কে হত্যা করা হলে সেই হত্যার প্রতিফল নেওয়া (শুমারী ৩৫:১৯-২১)। সেজন্য সারা দিনে কি কি ঘটেছে তা যখন নয়মী শুনেছে সে মনে সাহস পেয়েছে। যে মুহূর্তে নয়মীর এই আশা জাগ্রত হয়েছিল সেই মুহূর্তটি ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহ পাল্টে যাবার বিশেষ মুহূর্ত।

২:২৩ যব ও গম কাটা শেষ হওয়া পর্যন্ত: শস্য সংগ্রহ করার এই যে শব্দগুচ্ছ তা পরবর্তী শস্য মাড়াই করার সময়ে যে ঘটনা

রূত ও নয়মী

রূত নামের অর্থ, *বন্ধু*। মোয়াবীয় মহলোনের স্ত্রী, যার পিতা ইলীমেলক ছিলেন মোয়াবের স্থায়ী বাসিন্দা। ইলীমেলকের মৃত্যুর পর রূত তার শাশুড়িকে ছেড়ে এবং তাদের আদি বাসস্থান বেথেলহেম ছেড়ে চলে যেতে অস্বীকার করেন। সেখানে রূতের সাথে তার এক ধনী আত্মীয় বোয়সের পরিচয় হয় এবং পরবর্তীতে তারা দু'জন বিয়ে করেন। তাদের পুত্রের নাম ওবেদ, যিনি বাদশাহ্ দাউদের পিতামহ। এভাবে রূত তাঁর ঈমানের কারণে একজন অ-ইহুদী হয়েও প্রভু ঈসা মসীহের বংশতালিকায় স্থান করে নেন, মথি ১:৫।

নয়মী নামের অর্থ, যে ভালবাসা পাবার যোগ্য, আমার আনন্দ। ইলীমেলকের স্ত্রী, মহলোন ও কিলিয়োনের মা এবং রূতের শাশুড়ী, রূত ১:২,২০,২১; ২:১। তিনি বেথেলহেমের এহুদা নগর ছেড়ে গিয়ে মোয়াব দেশে বাস করতে গিয়েছিলেন। মোয়াবীয় মেয়েদের বিয়ে করার পর তখন ইলীমেলেক এবং তার দুই পুত্র মহলোন ও কিলিয়োন মারা যায়। স্বামী হারানোর শোকে নয়মী মোয়াব ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। নয়মী তার নিজ দেশ বেথেলহেমে চলে আসেন। তার পুত্রের স্ত্রী রূত তার সাথে এই দেশে চলে এসে পরে বোয়সকে বিয়ে করে। বোয়স ও রূতের মধ্য দিয়ে যে সন্তান আসে সে ছিল তাঁর চোখের মনি ও তাকে নিয়েই বৃদ্ধ বয়স কেটে যায়।

রূত ও নয়মীর ঘটনা এমনই একটি ঘটনা যেখানে এই দুটি চরিত্র এক সঙ্গে বাঁধা আছে। তাদের সম্পর্ক স্নেহ, ভালবাসা ও সম্মানের মধ্যে একাকার হয়ে গেছে।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- এটি এমন একটি সম্পর্ক যে সম্পর্ক আল্লাহ্র উপর ঈমান আনার মধ্য দিয়ে স্থাপিত হয়েছে।
- এই সম্পর্কের মধ্যে একটি শক্তিশালী পারস্পারিক বোঝাপড়া আছে।
- এই সম্পর্কের মধ্যে যে দুটি চরিত্র দেখতে পাওয়া যায় তারা তাদের সবটুকু দিয়ে একে অন্যের সেবা করেছেন।

তাঁদের জীবন থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায়:

- সম্পর্কের মধ্যে আল্লাহ্র জীবন্ত উপস্থিতি থাকলে যে কোন সমস্যাই থাকুক না কেন তা দূর হয়ে যায় অন্যথায় সেখানে বিভক্তি সৃষ্টি হয় ও একতা নষ্ট হয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** মোয়াব, বেথেলহেম
- **কাজ:** একজন স্ত্রী, একজন বিধবা
- **আত্মীয়-স্বজন:** ইলিমেলক, মাহোলন, কিলিয়োন, অর্পা ও বোয়স

মূল আয়াত: "কিন্তু রূৎ বললো, তোমাকে ত্যাগ করে যেতে, তোমার পিছনে যাওয়া থেকে ফিরে যেতে, আমাকে অনুরোধ করো না; তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব; এবং তুমি যেখানে থাকবে, আমিও সেখানে থাকব; তোমার লোকই আমার লোক, তোমার আল্লাহ্ই আমার আল্লাহ্; তুমি যেখানে মরবে, আমিও সেখানে মরবো, সেই স্থানেই যেন আমার কবর হয়; কেবল মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই যদি আমাকে ও তোমাকে পৃথক করতে পারে, তবে মাবুদ আমাকে অমুক ও তার চেয়েও বেশি দণ্ড দিন" (রূত ১:১৬-১৭)।

এই কাহিনীটি রূতের বিবরণ কিতাবে বলা হয়েছে। এছাড়া, মথি ১:৫ আয়াতে রূতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আমাদের জ্ঞাতি নন? দেখ, তিনি আজ রাতে
খামারে যব ঝাড়বেন। ৩ অতএব তুমি এখন
গোসল কর, তেল মাখ, তোমার কাপড় পর
এবং সেই খামারে নেমে যাও; কিন্তু সেই
ব্যক্তি ভোজন পান সমাপ্ত না করলে তাঁকে
নিজের পরিচয় দিও না। ৪ তিনি যখন শয়ন
করবেন, তখন তুমি তাঁর শয়ন স্থান দেখে
নিও; পরে সেই স্থানে গিয়ে তাঁর পা অনাবৃত
করে শয়ন করো; তাতে তিনি নিজে তোমার
কর্তব্য তোমাকে বলবেন। ৫ সে জবাবে
বললো, তুমি যা বলছো, সে সবই আমি
করবো।
৬ পরে সে ঐ খামারে নেমে গিয়ে তার
শাশুড়ী যা যা হুকুম করেছিল, সকল কিছুই
করলো। ৭ ফলত বোয়স ভোজন পান
করলেন ও তাঁর অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হলে তিনি
শস্যরাশির প্রান্তে শয়ন করতে গেলেন; আর
রূৎ ধীরে ধীরে এসে তাঁর পায়ের উপর থেকে
চাদরটা সরিয়ে সেখানে শয়ন করলো।
৮ পরে মধ্যরাত্রে বোয়স চমকে উঠে পাশ
পরিবর্তন করলেন; আর দেখ, এক জন স্ত্রী
লোক তাঁর পায়ের কাছে শুয়ে আছে।
৯ তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে?
সে জবাবে বললো, আমি আপনার বাঁদী রূৎ;
আপনার এই বাঁদীর উপরে আপনি আপনার
পাখা মেলে ধরুন, কারণ আপনি মুক্তিকর্তা
জ্ঞাতি। ১০ তিনি বললেন, অয়ি বৎসে, তুমি
মাবুদের দোয়ার পাত্রী, কেননা ধনবান বা
দরিদ্র কোন যুবকের পিছনে না যাওয়াতে
তুমি প্রথমাপেক্ষা শেষে বেশি সুশীলতা
দেখালে। ১১ এখন বৎসে, ভয় করো না,
তুমি যা বলবে, আমি তোমার জন্য সেসব
করবো; কেননা তুমি যে খুব ভাল মেয়ে, এই
আমার স্বজাতীয়দের নগর-দ্বারের সকলেই
জানে। ১২ আর আমি মুক্তিকর্তা জ্ঞাতি, এই
কথা সত্যি; কিন্তু আমা থেকেও নিকট-
সম্পর্কীয় আর এক জন জ্ঞাতি আছে।
১৩ আজ রাতটা তুমি এখানেই থাক, খুব
ভোরে সে যদি তোমাকে মুক্ত করে, তবে
ভাল, সে মুক্ত করুক; কিন্তু তোমাকে মুক্ত
করতে যদি তার ইচ্ছা না হয়, তবে জীবন্ত
মাবুদের কসম, আমিই তোমাকে মুক্ত

[৩:৩] ২শামু ১২:২০; ২বাদশা ৫:১০; জবুর ২৬:৬; ৫১:২; ইশা ১:১৬; ইয়ার ৪:১৪; ইহি ১৬:৯।
[৩:৫] ইফি ৬:১; কল ৩:২০।
[৩:৬] শুমারী ১৮:২৭।
[৩:৭] কাজী ১৯:৬, ৯, ২২; ১শামু ২৫:৩৬; ২শামু ১৩:২৮; ১বাদশা ২১:৭; ইষ্টের ১:১০।
[৩:৯] ইহি ১৬:৮।
[৩:১০] কাজী ১৭:২।
[৩:১১] মেসাল ১২:৪; ১৪:১; ৩১:১০।
[৩:১২] রূত ২:২০।
[৩:১৩] দ্বি:বি ২৫:৫; রূত ৪:৫; মথি ২২:২৪।

ঘটে তা তার পথ প্রস্তুত করেছে।

৩:২ আজ রাতে খামারে যব ঝাড়বেন: দেখুন ১:২২ আয়াতের নোট। মাড়াইয়ের সময়ে জমির মালিকের জন্য এটি একটি সাধারণ প্রথা ছিল যে, তার এবং তার লোকদের শস্য মাড়াইয়ের ঘরের কাছে রাত কাটাতে হতো যেন তারা চুরি থেকে শস্য রক্ষা করতে পারে।

৩:৩ তুমি এখন গোসল কর, তেল মাখ, তোমার কাপড় পর: রূতকে যেভাবে নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে তা যেন ঠিক কনে সাজাবার মত করে সাজানো (দেখুন ইহি ১৬:৯-১০; ইয়ার ৪৮:৩৩)।

সেই খামারে নেমে যাও: শস্য ঝাড়ার সময় খামার পুরুষদের জন্য একটি পরস্পরের আস্থার ও আনন্দের যায়গা ছিল (১৪ আয়াত)।

ভোজন পান: ফসল কাটার সময়টি একটি উৎসবের মত ছিল (ইশা ৯:৩; ১৬:৯-১০; ইয়ার ৪৮:৩৩)।

৩:৪ তাঁর পা অনাবৃত করে শয়ন করো: যদিও নয়মীর নির্দেশনায় সামনে এগিয়ে যাবার কথা প্রকাশ পেতে পারে তবুও নয়মীর, রূতের এবং বোয়সের নৈতিকতাকে কখনো সন্দেহ করা হয় নি (১১ আয়াত)। রূতের প্রতি নয়মীর পরামর্শ থেকে এটি পরিষ্কার যে, এটি ছিল মুক্তিকর্তা জ্ঞাতি হিসাবে বোয়সের যে দায়িত্ব রয়েছে তার প্রতি অনুনয়। এখানে রূতের যে ভূমিকা তা ছিল তাকে বিয়ে করার অনুরোধ প্রকাশ করা। তামর ছিল পেরসের মা (৪:১২)। তিনিও দেবর-বিয়ের এই যে সুযোগ তাদের আইনে রয়েছে তা দাবী করতে এসেছিলেন (পয়দা ৩৮:১৩-৩০)।

৩:৯ আপনি আপনার পাখা মেলে ধরুন: বিয়ের জন্য একটি অনুরোধ (ইহি ১৬:৮ দেখুন); মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন স্থানে এখনও এই রকম প্রথার প্রচলন রয়েছে। রূত তার কথার সৌন্দর্যে বোয়সকে তার দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিলেন। শস্য কুড়ানোর সময়ে ক্ষেতে তিনি তার মঙ্গল কামনা করেছেন এই কথা বলে যে, যেন মাবুদ তাঁর পক্ষের ছায়ার নীচে তাকে আশ্রয় দেন" (২:১২)। এখন এই খামার বাড়িতে তার কাছে রূত এসেছেন যেন তিনি তার পাখা রূতের উপর মেলে ধরেন অর্থাৎ তার কাপড় তার উপর মেলে ধরেন। বোয়স দ্বিধাহীনভাবেই মনে করলেন যে, তাকে রূতের উপর মাবুদের রক্ষাকারী ডানার মত তার ডানা মেলে ধরতে হবে।

৩:১০ তুমি প্রথমাপেক্ষা শেষে বেশি সুশীলতা দেখালে: ২:১১-১২ দেখুন; ২:২০ এর নোটও দেখুন।

৩:১১ কেননা তুমি যে খুব ভাল মেয়ে: দেখুন মসাল ১২:৪; ৩১:১০ আয়াত। শুধুমাত্র এই স্থানে হিব্রু ভাষায় এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে। হিব্রু ভাষায় "ভাল চরিত্র" ঠিক তেমন যেমনটি বোয়সের বেলায় ২:১ আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে; এইভাবে লেখক রূত এবং বোয়সের বর্ণনার ব্যাপারে ভারসাম্য বজায় রেখেছেন।

৩:১২ আমা থেকেও নিকট-সম্পর্কীয় আর এক জন জ্ঞাতি আছে: কিভাবে বোয়স রূতের পূর্বের স্বামীর সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল জানা তা জানা যায় নি, কিন্তু বৃহত্তম পরিবারে নিকটতম পুরুষ আত্মীয়ের প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল বিধবাকে বিয়ে করা। নয়মী ইতিমধ্যে রূতকে নির্দেশ দিয়েছে বোয়সের কাছে আসতে কারণ তিনি ইতিমধ্যে রূতের মুক্তিকর্তা জ্ঞাতি হতে ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। যাহোক, বোয়স আইনের নির্দেশনা অনুযায়ী কোন পার্শ্বপথ বেছে নেন নি, যা পরিষ্কারভাবে নিকটতম আত্মীয়কে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিল।

৩:১৩ জীবন্ত মাবুদের কসম: পারিবারিক সম্পত্তি উদ্ধার করা এবং রূতের সম্মানজনক বিয়ের ব্যাপারে বোয়স নিজেই প্রতিজ্ঞার দ্বারা নিজেকে বেধেছেন (১:১৭ এবং নোট)।

করবো; তুমি সকাল পর্যন্ত শুয়ে থাক।
১৪ তাতে রূৎ সকাল পর্যন্ত তাঁর চরণ-
সমীপে শুয়ে রইলো, পরে কেউ তাকে চিনতে
পারে, এমন সময় না হতেই উঠলো; কারণ
বোয়স বললেন, খামারে এই এক জন
স্ত্রীলোক যে এসেছে এই কথা লোকে যেন
জানতে না পারে। ১৫ তিনি আরও বললেন,
তোমার আবরণীয় চাদরটি এনে পেতে ধর।
তখন তিনি ছয় (মাণ) যব মেপে তার মাথায়
দিয়ে নগরে চলে গেলেন। ১৬ পরে রূৎ তার
শাশুড়ীর কাছে আসলে তার শাশুড়ী বললো,
বৎসে কি হল? তাতে সে নিজের প্রতি সেই
ব্যক্তির কৃত সমস্ত কাজ তাকে জানালো।
১৭ আরও বললো, শাশুড়ীর কাছে খালি হাতে
যেও না; এই বলে তিনি আমাকে এই ছয়
(মাণ) যব দিয়েছেন।
১৮ পরে তার শাশুড়ী তাকে বললো, হে
বৎসে, এই বিষয়ে কি হয়, তা যতক্ষণ পর্যন্ত
জানতে না পার, ততক্ষণ পর্যন্ত বসে থাক;
কেননা সে ব্যক্তি আজ এই কাজ সমাপ্ত না
করে বিশ্রাম করবেন না।

রূতের সঙ্গে বোয়সের বিয়ে

৪ ১ পরে বোয়স নগর-দ্বারে উঠে গিয়ে
সেই স্থানে বসলেন। আর দেখ, যে
মুক্তিকর্তা জ্ঞাতির কথা বোয়স বলেছিলেন,
সেই ব্যক্তি পথ দিয়ে আসছিল; তাতে বোয়স
তাকে বললেন, ওহে অমুক, পথ ছেড়ে এই
স্থানে এসে বস; তখন সে পথ ছেড়ে এসে
বসলো। ২ পরে বোয়স নগরের দশ জন
প্রধান ব্যক্তিকে নিয়ে বললেন, আপনারা এই
স্থানে বসুন। তাঁরা বসলেন। ৩ তখন বোয়স
ঐ মুক্তিকর্তা জ্ঞাতিকে বললেন, আমাদের
ভাই ইলীমেলকের যে ভূমিখণ্ড ছিল তা
মোয়াব দেশ থেকে ফিরে এসে নয়মী বিক্রি
করছেন। ৪ অতএব আমি তোমাকে এই
কথা জানাতে মনস্থ করেছি; তুমি এই
সমাসীন লোকদের সাক্ষাতে ও আমার
স্বজাতীয়দের প্রধান ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাতে তা
ক্রয় কর। যদি তুমি মুক্ত করতে চাও, মুক্ত
কর, কিন্তু যদি মুক্ত করতে না চাও তবে
আমাকে বল, আমি জানতে চাই; কেননা
তুমি মুক্ত করলে আর কেউ করতে পারে না;
কিন্তু তোমার পরে আমি পারি। সে বললো,
আমি মুক্ত করবো। ৫ তখন বোয়স বললেন,
তুমি যে দিনে নয়মীর হাত থেকে সেই ক্ষেত
ক্রয় করবে, সেই দিনে মৃত ব্যক্তির
অধিকারে তার নাম উদ্ধারার্থে তার স্ত্রী
মোয়াবীয়া রূতের কাছ থেকেও তা ক্রয়
করতে হবে। ৬ তখন ঐ মুক্তিকর্তা জ্ঞাতি
বললো, আমি নিজের জন্য তা মুক্ত করতে
পারি না, করলে নিজের অধিকার নষ্ট
করবো; আমার মুক্ত করার বস্তু তুমি মুক্ত

[৩:১৪] রোমীয় ১৪:১৬; ২করি ৮:২১।
[৩:১৫] ইশা ৩:২২।
[৩:১৮] জবুর ৩৭:৩-৫।
[৪:১] পয়দা ১৮:১; ২৩:১০।
[৪:২] হিজ ৩:১৬।
[৪:৩] লেবীয় ২৫:২৫; রূত ১:২।
[৪:৪] লেবীয় ২৫:২৫; ইয়ার ৩২:৭-৮।
[৪:৫] পয়দা ৩৮:৮; রূত ৩:১৩।
[৪:৬] লেবীয় ২৫:২৫; রূত ৩:১৩।

৩:১৫ তিনি ছয় (মাণ) যব মেপে তার মাথায় দিয়ে নগরে চলে গেলেন: বোয়স তার খামারবাড়ি থেকে শস্য নিয়ে রূতকে দিলেন এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি আবারও শরীয়তে যে নির্দেশনা দেওয়া আছে তারচেয়েও বেশি দয়া করলেন।
৩:১৭ খালি হাতে যেও না: আবারো শূন্য-পূর্ণ উদ্দেশ্য এখানে দেখা যায় (১:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।
৩:১৮ ততক্ষণ পর্যন্ত বসে থাক: হিব্রু ভাষার এই মৌলিক শব্দের অনুবাদ হচ্ছে "বসা" ৪:১ আয়াতে। এইভাবে লেখক পরবর্তী বৃহৎ দৃশ্য পটের জন্য তার পাঠকদের প্রস্তুত করছেন, যেখানে বোয়স তার নগরের ফটকের সামনে বসে সমস্ত ব্যাপারটি মিমাংসা করবেন।
৪:১ নগর-দ্বারে: প্রাচীন ইসরাইলের "পৌরসভা ঘর", বাণিজ্য এবং ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য সাধারণ স্থান এবং এখানে আইনগত সমস্ত কাজের সমাধা হতো কারণ সেখানে সাক্ষি-সাবুদ সহজে পাওয়া যেত (৯-১২ আয়াত; পয়দা ১৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)।
ওহে অমুক: অন্যান্য আত্মীয়দের নাম অজানা ছিল।
৪:২ দশ জন প্রধান ব্যক্তিকে: আইনগত বিষয় চূড়ান্ত করার জন্য একটি পূর্ণ আদালত।
৪:৩ ভূমিখণ্ড ছিল, ... নয়মী বিক্রি করছেন: ২:২০ আয়াতের নোট দেখুন। দুটি ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব: (১) এটি নয়মীর জমি কিন্তু এখন সে সেই জমি বিক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে। যেকোন বিপদে থাকা জমি ক্রয় করা যাতে মুক্তিকর্তা জ্ঞাতির কর্তব্য যাতে এই জমি বৃহত্তর পরিবারের বাইরে বিক্রি হয়ে না যায়। (২) হতে পাওে জমিটি এখন আর নয়মীর নয়– ইলিমেলক হয়তো মোয়াব দেশে চলে যাবার আগেই বিক্রি করে গেছে কিন্তু আইন অনুসারে নয়মী এটি উদ্ধারের অধিকার রাখে। তার নিজের ক্রয় করার জন্য অর্থ না থাকায়, সে একজন মুক্তিকর্তা জ্ঞাতির উপর নির্ভরশীল যেন তিনি তার জন্য এই কাজটি করেন। একজন মুক্তিকর্তা জ্ঞাতির এটি মুক্ত করার অধিকার ছিল যেটি নয়মী এখন "বিক্রি করছে।"
৪:৫ তার স্ত্রী মোয়াবীয়া রূতের কাছ থেকেও তা ক্রয় করতে হবে: এখন বোয়স বাকি অর্ধেক দায়িত্বের কথা প্রকাশ করলো– রূতের হাত থেকে সেই জমি ক্রয় করা অর্থাৎ এর সঙ্গে রূতকেও বিয়ে করা। দেবর-বিবাহ আইনের কথা দ্বি:বি: ২৫:৫-৬; লেবীয় ২৫:২৫ আয়াতে লেখা আছে। এই আইনের মধ্য দিয়ে রূতের প্রথম সন্তান তার আগের স্বামী মহলোনের নাম জীবিত রাখবে এবং পরিবারের যে উত্তরাধিকার সেটি এই সন্তানের মধ্য দিয়ে বজায় থাকবে।
৪:৬ আমি নিজের জন্য তা মুক্ত করতে পারি না: খুব সম্ভবত সে এই কাজটি করতে ভয় করছিল কারণ যদি এই স্ত্রীর মধ্য দিয়ে একটি ছেলে জন্ম নেয় এবং যদি সেই ছেলে তার একমাত্র ওয়ারিশ হয়, তবে তার নিজের সম্পত্তি ইলীমেলকের পরিবারে হস্তান্তরিত হবে (পয়দা ৩৮:৯)। সেজন্য বোয়স তাকে যা করতে আহ্বান করছিল তাতে তার বেশ ঝুঁকি ছিল। এই আত্মীয়ের মুক্তিকর্তা জ্ঞাতির দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করায় দুইজন

কর, কেননা আমি মুক্ত করতে পারি না।
৭ মুক্তি ও বিনিময় বিষয়ক সমস্ত কথা স্থির
করার জন্য আগেকার দিনে ইসরাইলের মধ্যে
এরকম রীতি ছিল; লোকে তার জুতা খুলে
প্রতিবেশীকে দিত; তা ইসরাইলের মধ্যে
সাক্ষ্যস্বরূপ হত। ৮ অতএব সেই মুক্তিকর্তা
জ্ঞাতি যখন বোয়সকে বললো, তুমি নিজে তা
ক্রয় কর, তখন সে নিজের জুতা খুলে দিল।
৯ পরে বোয়স প্রাচীন নেতৃবর্গদের ও সমস্ত
লোককে বললেন, আজ আপনারা সাক্ষী
হলেন, ইলীমেলকের যা যা ছিল এবং
কিলিয়োন ও মহলোনের যা যা ছিল সেসব
আমি নয়মীর হাত থেকে ক্রয় করলাম।
১০ আর আপন ভাইদের মধ্যে ও নিজ
বসতিস্থানের দ্বারে সেই মৃত ব্যক্তির নাম যেন
মুছে না যায়, এজন্য সেই মৃত ব্যক্তির
অধিকারে তার নাম উদ্ধার করার জন্য আমি
আমার স্ত্রী হিসেবে মহলোনের স্ত্রী মোয়াবীয়া
রূৎকেও ক্রয় করলাম; আজ আপনারা সাক্ষী
হলেন। ১১ তাতে নগর-দ্বারবর্তী সমস্ত লোক ও
প্রাচীনবর্গরা বললেন, আমরা সাক্ষী হলাম। যে
স্ত্রী তোমার কুলে প্রবেশ করলো, মাবুদ তাকে
রাহেলা ও লেয়ার মত করুন, যে দু'জন
ইসরাইলের কুল নির্মাণ করেছিলেন; আর
ইফ্রাথায় তোমার ঐশ্বর্য ও বেথেলহেমে
তোমার সুখ্যাতি হোক। ১২ মাবুদ সেই
যুবতীর গর্ভ থেকে যে সন্তান তোমাকে
দেবেন, তা দ্বারা তামরের গর্ভজাত এহুদার
পুত্র পেরসের কুলের মত তোমার কুল
হোক।

হযরদ দাউদের পূর্বপুরুষ

১৩ পরে বোয়স রূৎকে বিয়ে করলে তিনি
তাঁর স্ত্রী হলেন এবং বোয়স তাঁর কাছে গমন
করলে তিনি মাবুদের কাছ থেকে গর্ভধারণের
শক্তি পেয়ে পুত্র প্রসব করলেন। ১৪ পরে
স্ত্রীলোকেরা নয়মীকে বললো, মাবুদ ধন্য হোন,
তিনি আজ তোমাকে মুক্তিকর্তা জ্ঞাতি থেকে
বঞ্চিত করেন নি; তাঁর নাম ইসরাইলের মধ্যে
বিখ্যাত হোক। ১৫ এই বালকটি তোমার প্রাণ
পুনরায় সঞ্জীবিত করবে ও বৃদ্ধাবস্থায় তোমার
প্রতিপালক হবে; কেননা যে তোমাকে
ভালবাসে ও তোমার পক্ষে সাত পুত্র থেকেও
উত্তম, তোমার সেই পুত্রবধূই একে প্রসব
করেছে। ১৬ তখন নয়মী বালকটিকে নিয়ে
নিজের কোলে রাখল ও তার ধাত্রী হল।
১৭ পরে 'নয়মীর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ

[৪:৭] লেবীয় ২৫:২৪।
[৪:৮] দ্বি:বি ২৫:৯।
[৪:৯] ইশা ৮:২; ইয়ার ৩২:১০, ৪৪।
[৪:১০] দ্বি:বি ২৫:৫।
[৪:১১] পয়দা ২৩:১০।
[৪:১২] পয়দা ৩৮:২৯।
[৪:১৩] পয়দা ২৯:৩২; ৩০:৬; লূক ১:৫৭।
[৪:১৪] লূক ১:৫৮।
[৪:১৫] ১শামু ১:৮; ২:৫; আইউ ১:২।
[৪:১৭] ১শামু ১৬:১, ১৮; ১৭:১২, ১৭,

বিধবার প্রতি বোয়সের দয়া এবং উদারতা দেখানো সুযোগ এনে দেয়।

৪:৭ তার জুতা খুলে প্রতিবেশীকে দিত: এটি ছিল একজনের সম্পত্তির অধিকার ছেড়ে দেবার ও সেটি অন্য জনের কাছে দেবার জন্য একটি ঘোষণা করার পদ্ধতি এবং জুতা খুলে দেবার মধ্য দিয়ে লোকদের কাছে বিষয়টি প্রকাশ্যে সত্যায়িত হতো (আমোস ২:৬, ৮:৬)। নাৎসি দলিলের মধ্যে অনুরূপ প্রথার কথা পাওয়া যায়।

৪:৯ আজ আপনারা সাক্ষী হলেন: সমস্ত বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন এবং অন্যান্য চুক্তির ক্ষেত্রে প্রকাশ্য সাক্ষীর ভূমিকা আইনগত ভাবে খুবই শক্তিশালী ছিল।

৪:১০ মৃত ব্যক্তির অধিকারে: দেখুন দ্বি:বি: ২৫:৫-৭ এবং নোট।

৪:১১ মাবুদ তাকে রাহেলা ও লেয়ার মত করুন: দেখুন দ্বি:বি: ২৫:৯ আয়াত। রূতের ইসরাইলীয় পাঠকরা ইয়াকুবের কুলের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল (ইসরাইল), যে কুল রাহেলা ও লেয়ার দ্বারা গেঁথে তোলা হয়েছে, দাউদের দ্বারা পূনঃস্থাপিত হয়েছে– যে দাউদ রূত এবং বোয়সের বংশধর, যদিও পরবর্তীতে এই বংশ ধারায় হুমকি এসেছিল (১ শামু ৪ অধ্যায়)। এছাড়া তারা এও জানতো যে, দাউদের কুলের স্থায়ী রাজ বংশের জন্য মাবুদ এই কুলের জন্য "কুল নির্মাণের" চুক্তি করেছিলেন, যার দ্বারা 'ইসরাইলের আশীর্বাদের জন' অর্থাৎ মসীহ্ আসবেন।

৪:১২ তামরের গর্ভজাত এহুদার পুত্র পেরসের কুলের মত তোমার কুল হোক: পেরস বয়োসের পূর্বপুরুষ ছিল (১৮-২১ আয়াত; মথি ১:৩; লূক ৩:৩৩ দেখুন)। এহুদার পরিবারে তার এই জন্মের মধ্য দিয়ে ইসরাইলে দেবর-বিয়ের চর্চার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল (পয়দা ২৮:২৭-৩০; ১:১১ আয়াতের নোট দেখুন)। এজন্য পেরস ছিলেন একজন আদর্শ পূর্বপুরুষ বোয়সকে আশীর্বাদ করার সময় তাঁকে স্মরণ করার জন্য। এছাড়া পেরসের বংশ এহুদা গোষ্ঠীকে একটি প্রসিদ্ধ স্থানে উঠিয়েছিল। তাই প্রাচীনদের এই আশীর্বাদ– "তামরের গর্ভজাত এহুদার পুত্র পেরসের কুলের মত তোমার কুল হোক" তার মধ্য দিয়ে দাউদ ও এর রাজবংশকে সম্পূর্ণভাবে মূল্যায়িত করা হয়েছে। এইভাবে ১২ আয়াতটি পাঠকদের এই কিতাবের উপসংহারের প্রতি মনোযোগী করে তোলে।

৪:১৩ মাবুদের কাছ থেকে গর্ভধারণের শক্তি পেয়ে: ১:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:১৪ মুক্তিকর্তা জ্ঞাতি থেকে বঞ্চিত করেন নি: শিশু ওবেদের কথা ১৫-১৭ আয়াত পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে যেন তিনি সুনামের অধিকারী হন। একই ইচ্ছা ১১ আয়াতে বোয়সের জন্য পোষণ করা হয়েছে ।

৪:১৫ তোমার পক্ষে সাত পুত্র থেকেও উত্তম: ১ শামুয়েল ১:৮ আয়াত দেখুন। সেই সময়ে সাত সংখ্যা ছিল পরিপূর্ণতার সংখ্যা, সাত জন সন্তান জন্ম নেয়া ইসরাইলের সমস্ত পরিবারের আশীর্বাদের সারমর্ম ছিল (১ শামু ২:৫; ইয়োব ১:২; ৪২:১৩ দেখুন)। এখানে নয়মীর প্রতি রূতের নিঃস্বার্থ ভালবাসার চরম পরিণতি লাভ করেছে।

৪:১৬ নিজের কোলে রাখল: সম্ভবত দত্তক পুত্র হিসাবে ছেলেটি নয়মীর পুত্র হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে (১৭ আয়াত এবং পয়দা ৩০:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

বোয়স

বোয়স ছিলেন বেথেলহেমীয় একজন ধনী ব্যক্তি যিনি বিবি রূতের স্বামী। বংশের একটি নিয়ম অনুসারে তাকে রূত নামক মোয়াবীয় নারীকে বিয়ে করতে হয়েছিল (রূত ৪:১-১৩)। বোয়স রূতের প্রথম স্বামী মোহলনের আত্মীয় ছিলেন। রূতকে বিয়ে করার কারণেই বোয়স ঈসা মসীহের বংশের একজন হতে পেরেছিলেন। ইহুদী নিঃসন্তান বিধবাদের স্বামীর বংশের কোন ব্যক্তির বিয়ে করার প্রথা থাকার কারণেই বোয়স রূতকে বিয়ে করতে পেরেছিলেন (দ্বি.বি. ২৫:৫-১০)। কারণ বোয়স ছিলেন রূতের দায়িত্ব গ্রহণকারী আত্মীয়দের মধ্যে অন্যতম একজন যাঁকে হিব্রু ভাষায় 'গোয়েল' এবং বাংলা ভাষায় 'মুক্তিকর্তা জ্ঞাতি' বলা হয়েছে। এমন কোন নিকট আত্মীয় যদি তার দায়িত্ব গ্রহণ না করেন তাহলে বোয়স তাকে গ্রহণ করবেন (রূত ৩:১২; ৪:১-৮)। পুরাতন নিয়মের ইতিহাসের ঠিক কোন সময়টাতে বোয়স ছিলেন সেটি সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে রূতের বংশ তালিকা (রূত ৪:১৮-২২) যেটি মথির লেখা সুসমাচারে দেওয়া হয়েছে (মথি ১:৪-৬) সেটি নিশ্চিতভাবেই অসম্পূর্ণ, কারণ এখানে বেশ কয়েকজন বাদশাহ্‌র নাম উল্লেখ করা হয়নি।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- এক কথার মানুষ।
- যারা দরিদ্র তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, কর্মচারীদের যত্নের প্রতি যত্নশীল।
- সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালনকারী।
- একজন কৃতকার্য ব্যবসায়ী।

তাঁর জীবন থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায়:

- যা অবশ্যই করতে হবে এবং যা করা ন্যায্য তা করা হয়তো অনেক সময় নায়কোচিত কাজ হয়ে ওঠে।
- কোন কোন সময় ছোট সিদ্ধান্তকে আল্লাহ্‌ এমন ভাবে ব্যবহার করেন যা তাঁর বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ হয়ে ওঠে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** বেহেলহেম
- **কাজ:** একজন ধনবান কৃষক
- **আত্মীয়-স্বজন:** এলিমেলক, নয়মী ও রূত
- **সমসাময়িক:** সেবহ ও সল্‌মুন্ন

মূল আয়াত: "আর আপন ভাইদের মধ্যে ও নিজ বসতিস্থানের দ্বারে সেই মৃত ব্যক্তির নাম যেন মুছে না যায়, এজন্য সেই মৃত ব্যক্তির অধিকারে তার নাম উদ্ধার করার জন্য আমি আমার স্ত্রী হিসেবে মহলোনের স্ত্রী মোয়াবীয়া রূৎকেও ক্রয় করলাম; আজ আপনারা সাক্ষী হলেন" (রূত:৪:১০)।

বোয়াসের কথা রূতের বিবরণ কিতাবে লেখা আছে। এছাড়া, মথি ১:৫ আয়াতে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

করলো', এই বলে তার প্রতিবেশীরা তার
নাম রাখল; তারা তার নাম ওবেদ রাখল।
সে ইয়াসির পিতা, আর ইয়াসি দাউদের
পিতা।
১৮ পেরসের খান্দাননামা এই। পেরসের
পুত্র হিষ্রোণ; ১৯ হিষ্রোণের পুত্র রাম; রামের
পুত্র অম্মীনাদ; অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন;
২০ নহশোনের পুত্র সল্‌মোন; ২১ সল্‌মোনের
পুত্র বোয়স; বোয়সের পুত্র ওবেদ; ওবেদের
পুত্র ইয়াসি; ২২ ও ইয়াসির পুত্র দাউদ।

৫৮; ১খান্দান ২:১২,১৩; জবুর ৭২:২০। [৪:১৮] পয়দা ৩৮:২৯। [৪:১৯] হিজ ৬:২৩। [৪:২০] শুমারী ৭:১২।

৪:১৭ ওবেদ: এই নামের অর্থ "গোলাম," যার পরিপূর্ণ অর্থ হল "মাবুদের গোলাম।"

৪:১৮-২২ দেখুন **১** খান্দান ২:৫-১৫; মথি ১:৩-৬; লূক ৩:৩১-৩৩। পয়দা ৫:৩-৩২; **১১:১০-২৬** আয়াতের বংশতালিকার মতই এই বংশতালিকায় দশটি নাম আছে (পয়দা ৫:৫ আয়াতের নোট দেখুন)। এটি দাউদের রাজত্বের সময়ের কথা ও কাজীগণের দুঃখ-কষ্ট ও অবাধ্যতার সময়ের কথা (কাজী ১:১) তুলনামূলকভাবে মনে করিয়ে দেয়। আমরা দেখতে পাই ইসরাইল শেষ পর্যন্ত মাবুদের প্রতিজ্ঞা করা দেশ সম্পূর্ণভাবে অধিকার করতে পেরেছিল (১ বাদশাহ্‌ ৫:4 এবং নোট দেখুন)। এটি গুরুত্বের সাথে আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, নয়মীর শূন্য অবস্থা আবার পূর্ণ হয়েছিল বোয়স ও রূতের নিঃস্বার্থ ভালবাসার কারণে। একই ভাবে বনি-ইসরাইল বিশ্রামহীন অবস্থা থেকে বিশ্রামের অবস্থায় এসেছিলেন মাবুদের নিঃশর্ত ভালবাসার কারণে। বংশতালিকার চরম ইতি হচ্ছে ঈসা মসীহ্‌, যাঁর বিষয়ে মহৎ "দাউদের সন্তান" (মথি **১:১**; সেখানে নোট দেখুন), বলে যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে।